জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
তারিখ ঃ 1 4 APR 2017

# চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

NRBC BANK
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

**প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গত বুধবার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ব্যাংকটির সাবেক এক পরিচালকের করা আবেদন নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন**

আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ফরাছত আলী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দেওয়ান মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থা নিতে বাধা নেই।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গত বুধবার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ব্যাংকটির সাবেক এক পরিচালকের করা আবেদন নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই দুজনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তার অনুলিপি ব্যাংকটির কাছে তিন দিনের মধ্যে পাঠাতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২০ মার্চ চেয়ারম্যান ও এমডিকে কারণ দর্শাতে পৃথক নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই ব্যক্তি হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। এর ওপর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২৮ মার্চ হাইকোর্ট রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। এর বিরুদ্ধে ব্যাংকটির উদ্যোক্তা ও সাবেক পরিচালক এ এম তুষার ইকবাল রহমান আপিল বিভাগে আবেদন (সিএমপি) করেন, যা বুধবার শুনানির জন্য ওঠে।

আদালতে চেয়ারম্যান ও এমডির পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও এ এম আমিন উদ্দিন। সাবেক পরিচালকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শেখ ফজলে নূর তাপস ও আইনজীবী মোহাম্মদ মেহেদী হাসান চৌধুরী।

পরে মেহেদী হাসান চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, হাইকোর্টের রিট (রুল) খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কারণ দর্শানোর জন্য যে নোটিশ দিয়েছিল, এটা বহাল রইল। ফলে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর কোনো বাধা থাকল না।

গত ২০ মার্চ ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও এমডির কাছে পাঠানো পৃথক নোটিশে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আমানতকারীদের স্বার্থে ও জনস্বার্থে এনআরবি কমার্শিয়াল (এনআরবিসি) ব্যাংক চালাতে ব্যর্থ হয়েছে ফরাছত আলীর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ। আর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দেওয়ান মুজিবর রহমান ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাংকটিতে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে। এমনকি তাঁরা গুরুতর প্রতারণা ও জালিয়াতি করেছেন, যা ফৌজদারি আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ব্যাংকের এমডিকে এসব কথা জানিয়ে ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ফরাছত আলীর বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং দেওয়ান মুজিবর রহমানকে কেন অপসারণ করা হবে না, নোটিশে তা জানতে চাওয়া হয়। ১০ দিনের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও এমডি এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন। গত ২৮ মার্চ হাইকোর্ট এক আদেশে চেয়ারম্যান ও এমডির কাজে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না বলে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেন। গত বুধবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণ বেঞ্চ এ রিট বাতিল করে দেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক বণিক বার্তা

পত্রিকার নাম ঃ

তারিখ ঃ 1 4 APR 2017

# রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঋণের ৪৮% বড় গ্রাহকের কাছে

হাছান আদনান ■

প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা খুলে সারা দেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর প্রতি দাবিও তাই বেশি। কিন্তু বিআইবিএমের গবেষণা বলছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি গ্রাহক নয়, বরং বড় গ্রাহকদেরই বেশি কদর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাছে। ২০১৬ সাল শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ৪৮ শতাংশ গেছে ২০ কোটি টাকার বেশি ঋণ ধারণকারী গ্রাহকের কাছে। যদিও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৩৩ ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ।

## বিআইবিএমের গবেষণা

২০১৬ সাল শেষে দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের গবেষক দল গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। 'ক্রেডিট অপারেশন্স অব ব্যাংকস-২০১৬' শীর্ষক এ গবেষণায় দেখা যায়, ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন এমন গ্রাহকের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঋণ গেছে মাত্র ১৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ১০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন— এমন গ্রাহকদের কাছে গেছে ১৭ শতাংশ ও ১ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন— এমন গ্রাহকদের কাছে ২১ দশমিক ৫৮ শতাংশ ঋণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে বেশি ৪৭ দশমিক ৯২ শতাংশ ঋণ রয়েছে ২০ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রহণকারী গ্রাহকদের কাছে। ২০১৫ সাল শেষে এ শ্রেণীর গ্রাহকের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ ছিল ৪৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে বড় গ্রাহকদের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঋণ বেড়েছে ২৬ শতাংশ।

জানতে চাইলে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আতাউর রহমান প্রধান *বণিক বার্তাকে* বলেন, দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাত ধরেই গড়ে উঠেছে। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো দেশে ৪৬ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কারণে বড় গ্রাহকদের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেশি ঋণ থাকা খুব বেশি অস্বাভাবিক নয়। দেশের বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম এখনো শহরকেন্দ্রিক।

দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের ৮৬ শতাংশই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে শুধু ঢাকাতেই রয়েছে মোট ব্যাংকঋণের ৬৭ শতাংশ। দেশের বাকি ছয়টি বিভাগে রয়েছে ঋণের মাত্র ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ১ দশমিক ১০ শতাংশ ব্যাংকঋণ রয়েছে বরিশাল বিভাগে।

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। কিন্তু এ খাতের ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের মাত্র ১৯ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। বাকি ৮১ শতাংশ ঋণই শহর এলাকায় বিতরণ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর ঋণের ৯৪ শতাংশই বিতরণ করা হয়েছে শহর এলাকায়। সব মিলিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট বিতরণকৃত ঋণের ৯০ শতাংশই শহরকেন্দ্রিক।

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জায়েদ বখত বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলো আগে আমানত সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিত। আমানতের বিপরীতে প্রধান কার্যালয় থেকে দেয়া সুদ দিয়ে শাখা কার্যালয়গুলো পরিচালনা ও মুনাফা করত। বর্তমানে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামীণ শাখাগুলোকে নিজেদের আমানত নিজ এলাকায় ঋণ হিসেবে বিতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমানতের সুদের হার কমে আসায় প্রধান কার্যালয় থেকে শাখাগুলোকে আমানতের নামমাত্র সুদ দিচ্ছে। এখন গ্রামীণ শাখাগুলো বাধ্য হয়ে ঋণ বিতরণের চেষ্টা করছে। ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামীতে গ্রামীণ এলাকায় ঋণের প্রবাহ বাড়বে। গ্রামভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হলে তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হবে।

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ৩৬ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭ লাখ ২৭ হাজার ৭০১ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে বেসরকারি খাতে। বাকি ১ লাখ ৯ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা গেছে সরকারি খাতে।

দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের ৬৮ শতাংশই বিতরণ করা হয়েছে ১০টি থানা এলাকার ব্যাংক শাখা থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, ঋণ বিতরণে শীর্ষে রয়েছে রাজধানীর মতিঝিল থানা। দেশের মোট ব্যাংকঋণের এক-চতুর্থাংশের বেশি বিতরণ করা হয়েছে মতিঝিল থানা এলাকা থেকে। ব্যাংকপাড়া বলে খ্যাত এ থানা এলাকা থেকে বিতরণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩১০ কোটি টাকা, যা দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের ২৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

ব্যাংকঋণ বিতরণের দিক থেকে দেশের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজধানীর গুলশান থানা। এ থানা এলাকায় স্থাপিত ব্যাংকের শাখাগুলো থেকে ৯১ হাজার ১২২ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের ১৪ দশমিক ৫০ শতাংশ।

৪২ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানা এলাকা। দেশের মোট ব্যাংকঋণের ৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ ঋণ বিতরণ করেছে বন্দর নগরীর এ থানা এলাকার ব্যাংক শাখাগুলো।

ঋণ বিতরণের দিক থেকে শীর্ষ দশে থাকা অন্য থানাগুলো হলো— চট্টগ্রামের ডাবলমুরিং, রাজধানীর ধানমন্ডি, রমনা, তেজগাঁও, উত্তরা, ঢাকার কোতোয়ালি ও নারায়ণগঞ্জ। শীর্ষ এ ১০টি থানা এলাকার ব্যাংক শাখাগুলো থেকে বিতরণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৪২২ কোটি টাকার ঋণ, যা ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকিং খাতের বিতরণকৃত মোট ঋণের ৬৮ দশমিক ১২ শতাংশ।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
[illegible] বিশ্লেষণ ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ : 1 APR 2017

# বেসরকারিপর্যায়ে বৈদেশিক ঋণ ৮০ হাজার কোটি টাকা

**আশরাফুল ইসলাম**

বেসরকারিপর্যায়ের বিদেশী ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মিলে বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশী ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকাই স্বল্পমেয়াদি (এক বছরের কম মেয়াদে) ঋণ।

বিশ্লেষকেরা জানিয়েছেন, বেসরকারিপর্যায়ে বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যাওয়ায় দায় বাড়ছে দেশের ওপর। কারণ, এসব ঋণ হলো সরবরাহ ঋণ, যা হার্ড লোন হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ এ ঋণের সুদ নির্ধারণ হয় বাজার রেটে। এ কারণে এসব ঋণের সুদ তুলনামূলক বেশি। আবার এসব ঋণ নেয়া হয় বিদেশী মুদ্রায়, পরিশোধও করা হয় বিদেশী মুদ্রায়। সুতরাং এসব ঋণ বেশি হলে দেশের ওপর চাপ বাড়ে। এ কারণে এসব ঋণসীমার মধ্যে রাখাটাই দেশের জন্য ভালো।

## দায় বাড়ছে দেশের ওপর

কেন বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে : বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, যখন ব্যবসায়ীদের বিদেশী ঋণ আনার অনুমোদন দেয়া হয় তখন দেশীয় ব্যাংকগুলোর তারল্য সঙ্কট চলছিল। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের ঋণ দেয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ ব্যাংকগুলোর হাতে ছিল না। টাকার সঙ্কটের কারণে ঋণের সুদ হারেও আকাশমুখী হয়। তখন ব্যাংকগুলোও উচ্চসুদে আমানত সংগ্রহ করে। তখন আমাদের সুদের হার ছিল সর্বোচ্চ ১৪ টাকা। অর্থাৎ ব্যাংকগুলো ১০০ টাকা আমানত নিতে সর্বোচ্চ ১৪ টাকা ব্যয় করেছে। এ সময়কাল ছিল ২০১০-১১ অর্থবছরের দিকে। উচ্চসুদে আমানত নিয়ে ১৮ থেকে ২০ শতাংশ হারে ঋণ দিতে থাকে ব্যাংকগুলো। এতে পণ্যের উৎপাদনব্যয়ও বেড়ে যায়। বেড়ে যায় মূল্যস্ফীতি।

ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক ঋণ আনার অনুমোদন দেয়। বলা চলে তখন থেকে বেসরকারি পর্যায়ে বৈদেশিক ঋণ আসতে থাকে। সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি এসব ঋণ আনতে ব্যবসায়ীরা ক্ষেত্রবিশেষ সাড়ে চার থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় করে। এরপর অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের তহবিল সঙ্কট মেটায়। সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদি এসব ঋণ আনতেও ক্ষেত্রবিশেষ সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ শতাংশ সুদ দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এসব ঋণের সুদ আপাতত কম মনে হলেও *১২ পৃ: ৭-এর কলামে*

## বেসরকারিপর্যায়ে বৈদেশিক ঋণ

*৩য় পৃষ্ঠার পর*

কার্যকরী হার আরো বেড়ে যাবে। যেমন একজন বিনিয়োগকারী বিদেশ থেকে ৬ শতাংশ হারে ১০০ কোটি ডলার (৭৯ টাকা ১০ পয়সা প্রতি ডলার হিসেবে) ঋণ গ্রহণ করল। এক বছর পর প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হলে প্রতি ডলারে টাকার মান কমে প্রায় ৭ শতাংশ। যেহেতু ডলারে ঋণ করে টাকায় ব্যয় করলেও ডলারে পরিশোধ করায় বিনিময় হারের কারণে সুদ ব্যয় বেড়ে হবে (৬+৭) সোয়া ১৩ শতাংশ। এভাবে কেউ ৫ বা ১০ বছর মেয়াদি বিদেশী ঋণ নিলে কার্যকরী হার অনেক বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, গত ২০১১ সালে ৯২ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে ১৪৯ কোটি টাকার ঋণ নেয়ার অনুমোদন দেয়া হয় [illegible] থাকে। এর সাথে যোগ হয় অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ। অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক ঋণের জোগান দিয়ে আসছে। অর্থাৎ ব্যাংক বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিয়ে ওই ঋণ আবার ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতরণ করছে। ফলে বেসরকারিপর্যায়ে প্রকল্প ঋণ ও অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬৩০ কোটি ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। আর দীর্ঘমেয়াদি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলার। যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। সব মিলে বেসরকারি পর্যায়ে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংকগুলোর হাতে পর্যাপ্ত অলস টাকা রয়েছে। বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত তহবিল বেড়ে হয়েছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। ব্যবসায়ীরা স্থানীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে এ থেকে যে সুদ পরিশোধ করত তা দেশেই থেকে যেত। এতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ওপর কোনো চাপ বাড়ত না। এতে ব্যাংকগুলোরও তহবিল ব্যয় কমতো যা সামগ্রিক প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়ত। কিন্তু এখন ব্যবসায়ীরা বিদেশী ঋণ নেয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় সুদ পরিশোধ করছেন। এতে এসব ঋণের সুদ বৈদেশিক মুদ্রায় চলে যাচ্ছে বিদেশে। এ ব্যয় বেড়ে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ওপর পড়বে। এটা অর্থনীতির জন্য মোটেও কল্যাণকর নয় বলে তারা মনে করছেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল তারিখ ঃ 1 4 APR 201

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

# হাওরের কৃষকদের ব্যাংক ঋণের সুদ স্থগিত

■ সমকাল ডেস্ক

হাওর অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাংক ঋণের সুদ স্থগিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ব্যাংক ঋণের দায়িত্ব সরকারের। গতকাল বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ময়মনসিংহ বিভাগের জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেব না। হাওর এলাকার কৃষকদের ব্যাংক ঋণের সুদ স্থগিত করা হয়েছে, যাতে তারা নতুন করে ফসল ফলাতে পারে। খবর বাসস ও বাংলানিউজের।

দুপুরে গণভবন থেকে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদবিরোধী এ মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে কাউন্সেলিং প্রদানে সরকার উদ্যোগ নেবে। কাউন্সেলিংয়ের কাজটি ফলপ্রসূভাবে করার জন্য একটি প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, প্রতি স্কুলে মনোবিজ্ঞানী বা কাউন্সেলর দেওয়ার একটা প্রস্তাব এসেছে। প্রতি স্কুলে হয়তো মনোবিজ্ঞানী বা কাউন্সিলর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা ইতিমধ্যে একটি উদ্যোগ নিয়েছি। এ সময় সূচনা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা এ ধরনের বিপথে যাচ্ছে, যারা অটিস্টিক বা প্রতিবন্ধী রয়েছে, সেখানে তাদের কিছু কাউন্সেলিং প্রদান করা হচ্ছে। এই কাউন্সেলিংয়ের জন্য আমরা হয়তো কিছু মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি, তারা কীভাবে এই কাজটি করবেন। অভিভাবক-শিক্ষকদেরও এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়েও আমরা উদ্যোগ নেব। যাতে কেউ বিপথে গেলে তাদের যেন সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায়। কাজেই সব স্কুলে কাউন্সিলর দেওয়া না গেলেও আমরা সবাইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এ ধরনের একটা উদ্যোগ নিতে পারি।

এ সময় গণভবন প্রান্তে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

## হাওরের কৃষকদের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

নাসের চৌধুরী ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুরের ৪ হাজার ১৯টি স্থানে সম্প্রচারের আয়োজন সংবলিত এই ভিডিও কনফারেন্সে প্রায় ২৮ লাখ মানুষ সম্পৃক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস। যে করেই হোক এ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। এটা কখনও ইসলামের পথ নয়। ইসলাম জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস এবং নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে কখনও সমর্থন করে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু লোকের অপকর্মের জন্য আমাদের শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলামের বদনাম হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক, ইমাম, ওলামা ও বিভিন্ন পেশাজীবী এবং অভিভাবকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকার অনুরোধ জানান।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এটা প্রতিরোধে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি এবং যে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনাদের কাছ থেকে যে তথ্য পেলাম তাতে আমি আশাবাদী বাংলাদেশ একটা শান্তিপূর্ণ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোনো স্থান থাকবে না। মাদকের হাত থেকে সন্তানদের রক্ষারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশটাকে আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বোতভাবে সাবলম্বী ও উন্নত করতে চাই। এটিই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও তাই। তিনি জনপ্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসুন দেশটাকে আমরা গড়ে তুলি। আপনারা যেভাবে কাজ করছেন, সেভাবে কাজ করে গেলেই আমরা ইনশাল্লাহ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে পারব।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ ঃ 1 4 APR 201

# বিমানবন্দরে ব্যাংকের বুথে আমানত রাখতে পারবেন প্রবাসীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●**

প্রবাসীরা দেশে ফেরার সময় অতিরিক্ত যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসেন, তা বিমানবন্দরে অবস্থিত ব্যাংক বুথের মাধ্যমে নিজের হিসাবে জমা রাখতে পারবেন। আগে শুধু ব্যাংক শাখার মাধ্যমে নিজের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করার সুযোগ ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছে।

বিমানবন্দরে অবস্থিত ব্যাংকের বুথগুলো শুধু বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনার কাজ করে। সাধারণভাবে বিমানবন্দরের বুথে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করতে গেলে বাইরের তুলনায় কম দাম পাওয়া যায়। অন্যদিকে কিনতে গেলে তুলনামূলক বেশি দাম দিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে ফেরার সময় ঘোষণা ছাড়াই ৫ হাজার ডলার সঙ্গে করে আনতে পারেন। তবে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ অর্থ আনা যায়। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে নিয়ে আসা অর্থ বিমানবন্দরে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বুথের মাধ্যমে সরাসরি নিজেদের হিসাবে জমা দিতে পারবেন। ওই হিসাব টাকায় খোলা হলে ব্যাংকগুলোকে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে তুলনামূলক ভালো বিনিময় মূল্য দিতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম: **The Financial Express** তারিখ: 14 APR 2017

# Exchange Rate

**April 13, 2017**

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Thursday.**

| Bank | USD | Euro | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Selling rates to public (outward remittance)** | | | | | | | |
| Sonali Bank | 80.5500 | 85.8018 | 100.8342 | 0.7428 | 80.0864 | 60.7115 | 60.6579 |
| Janata Bank | 80.6500 | 86.7659 | 101.9658 | 0.7369 | 81.1212 | 61.4495 | 61.6086 |
| Agrani Bank | 80.6800 | 86.9479 | 102.5664 | 0.7512 | 80.8472 | 61.2526 | 61.2716 |
| Rupali Bank | 80.6800 | 86.8416 | 102.3260 | 0.7493 | 81.5672 | 61.9780 | 61.8957 |
| **FCBs** | | | | | | | |
| StanChart | 81.6400 | 88.3475 | 103.4986 | 0.7636 | 83.3401 | 63.0671 | 63.2948 |
| HSBC | 80.9900 | 87.6216 | 102.3483 | 0.7445 | 81.7042 | 61.2358 | 62.0112 |
| CBC | 80.8900 | 86.6575 | 102.2126 | 0.7425 | -- | 61.4946 | 62.4875 |
| Bank Alfalah | 81.1600 | 86.7732 | 101.6910 | 0.7494 | 81.3426 | 61.7337 | 61.8675 |
| **PCBs** | | | | | | | |
| SEBL | 81.1500 | 88.0614 | 103.8082 | 0.7557 | 82.8365 | 61.4740 | 62.2698 |
| BRAC Bank | 81.2400 | 87.4718 | 101.9652 | 0.7628 | 82.4866 | 62.8951 | 61.3021 |
| Prime Bank | 81.2000 | 88.2492 | 103.8960 | 0.7619 | 81.7855 | 61.7536 | 61.7607 |
| AB Bank | 81.1900 | 89.4513 | 103.8008 | 0.7645 | 82.0448 | 62.4291 | -- |
| Uttara Bank | 81.2000 | 88.8063 | 102.9048 | 0.7584 | 81.1863 | 61.5960 | 61.7444 |
| **Buying rates from public (inward remittance)** | | | | | | | |
| **SCBs** | **USD** | **Euro** | **GBP** | **JPY** | **CHF** | **CAD** | **AUD** |
| Sonali Bank | 79.6000 | 83.9304 | 99.0924 | 0.7192 | 78.5812 | 59.3896 | 59.3381 |
| Janata Bank | 79.7000 | 84.4866 | 99.7484 | 0.7315 | 79.5148 | 60.1904 | 60.3349 |
| Agrani Bank | 79.7000 | 84.3479 | 99.8532 | 0.7219 | 79.2606 | 59.9537 | 60.2887 |
| Rupali Bank | 79.7000 | 84.5478 | 99.5713 | 0.7242 | 79.1806 | 59.8282 | 60.0205 |
| **FCBs** | | | | | | | |
| StanChart | 80.6500 | 84.7563 | 99.9090 | 0.7264 | 79.5820 | 59.5182 | 59.7331 |
| HSBC | 80.0000 | 84.1716 | 98.6583 | 0.7130 | 78.7242 | 58.5458 | 59.4212 |
| CBC | 79.9000 | 82.9921 | 98.5007 | 0.7074 | -- | 59.2115 | 58.9103 |
| Bank Alfalah | 80.2000 | 82.2413 | 97.2972 | 0.7072 | 76.8914 | 57.6725 | 57.6022 |
| **PCBs** | | | | | | | |
| SEBL | 80.1500 | 84.7901 | 100.1617 | 0.7262 | 80.0300 | 60.4137 | 60.4537 |
| BRAC Bank | 80.2500 | 84.1206 | 98.4887 | 0.7263 | 77.7199 | 61.5048 | 58.4871 |
| Prime Bank | 80.2500 | 84.8480 | 100.4012 | 0.7288 | 79.5988 | 60.2341 | 60.5461 |
| AB Bank | 80.2000 | 84.8630 | 99.3950 | 0.7252 | 79.2874 | 59.7114 | -- |
| Uttara Bank | 80.2500 | 84.8708 | 99.9032 | 0.7346 | 80.0453 | 60.4781 | 60.5396 |
| **Selling rates to importers** | | | | | | | |
| **SCBs** | **USD** | **Euro** | **GBP** | **JPY** | **CHF** | **CAD** | **AUD** |
| Sonali Bank | 80.6000 | 85.8551 | 100.8968 | 0.7433 | 80.3761 | 60.7492 | 60.6955 |
| Janata Bank | 80.7000 | 86.7979 | 102.0034 | 0.7372 | 81.1706 | 61.4722 | 61.6313 |
| Agrani Bank | 80.7000 | 86.9679 | 102.5915 | 0.7514 | 80.8572 | 61.2677 | 61.2867 |
| Rupali Bank | 80.7000 | 86.8630 | 102.3511 | 0.7495 | 81.5871 | 61.9931 | 61.9109 |
| **FCBs** | | | | | | | |
| StanChart | 81.6500 | 88.3563 | 103.5090 | 0.7637 | 83.3484 | 63.0734 | 63.3011 |
| HSBC | 81.0000 | 87.6316 | 102.3583 | 0.7450 | 81.7142 | 61.2458 | 62.0212 |
| CBC | 80.9000 | 86.7575 | 102.3126 | 0.7435 | -- | 61.5446 | 62.5375 |
| Bank Alfalah | 81.2000 | 86.8165 | 101.7417 | 0.7498 | 81.3832 | 61.7645 | 61.8984 |
| **PCBs** | | | | | | | |
| SEBL | 81.1500 | 88.0614 | 103.8082 | 0.7557 | 82.8365 | 61.4740 | 62.2698 |
| BRAC Bank | 81.2500 | 87.5018 | 102.2152 | 0.7633 | 82.5166 | 62.9251 | 61.3321 |
| Prime Bank | 81.2500 | 88.3025 | 103.9588 | 0.7624 | 81.8354 | 61.7914 | 61.7986 |
| AB Bank | 81.2000 | 89.5013 | 103.8508 | 0.7655 | 82.1248 | 62.5091 | -- |
| Uttara Bank | 81.2500 | 88.8597 | 102.9676 | 0.7588 | 81.2363 | 61.6338 | 61.7823 |
| **Buying rates from exporters** | | | | | | | |
| **SCBs** | **USD** | **Euro** | **GBP** | **JPY** | **CHF** | **CAD** | **AUD** |
| Sonali Bank | 79.4800 | 83.8038 | 98.9431 | 0.7181 | 78.4627 | 59.3001 | 59.2487 |
| Janata Bank | 79.4800 | 84.0427 | 99.3435 | 0.7285 | 79.1931 | 59.9469 | 60.0907 |
| Agrani Bank | 79.5500 | 84.1878 | 99.6648 | 0.7205 | 79.1109 | 59.8403 | 60.1750 |
| Rupali Bank | 79.5800 | 84.4198 | 99.4206 | 0.7230 | 79.0608 | 59.7375 | 59.9295 |
| **FCBs** | | | | | | | |
| StanChart | 80.4618 | 84.5586 | 99.6758 | 0.7247 | 79.3963 | 59.3794 | 59.5937 |
| HSBC | 79.8600 | 83.9516 | 98.4083 | 0.7129 | 78.5042 | 58.2958 | 59.2212 |
| CBC | 79.7136 | 82.5898 | 98.1140 | 0.7046 | -- | 58.9812 | 58.6804 |
| Bank Alfalah | 79.8150 | 81.8415 | 96.8242 | 0.7038 | 76.5177 | 57.3921 | 57.3221 |
| **PCBs** | | | | | | | |
| SEBL | 80.1500 | 84.7901 | 100.1617 | 0.7262 | 80.0300 | 60.4137 | 60.4537 |
| BRAC Bank | 80.1418 | 84.0070 | 98.3562 | 0.7173 | 77.6148 | 61.4211 | 58.4069 |
| Prime Bank | 80.0315 | 84.6150 | 100.1269 | 0.7268 | 79.3807 | 60.0691 | 60.3807 |
| AB Bank | 79.9500 | 84.4654 | 98.9551 | 0.7221 | 78.9861 | 59.4672 | -- |
| Uttara Bank | 80.0555 | 84.6490 | 99.5124 | 0.7319 | 79.7533 | 60.2488 | 60.3161 |

**Notes:** USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Dirham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited [illegible]